Funded by the European Union

পুষ্টিকর ব্রোকলি চাষ ব্যবস্থাপনা

LEAN
Leadership to Ensure Adequate Nutrition

ব্রোকলি বা সবুজ ফুলকপি এদেশের একটি নতুন কপি জাতীয় সব্জি। দেখতে ফুলকপির মতো, রঙ গাঢ় সবুজ বর্ণের, যা সব্জি হিসাবে খাওয়া হয়। শীতকালীন সব্জি হিসেবে ব্রোকলি বর্তমানে আমাদের দেশে সমতল ভূমি ও পাহাড়ী এলাকায় চাষ হচ্ছে। ব্রোকলি খেতে সুস্বাদু, পুষ্টিকর ও লঘুপাক যোগ্য সব্জি। অত্যন্ত পুষ্টিকর সব্জি বিধায় একে 'পুষ্টির মুকুটরত্ন' বলা হয়।

ব্রোকলি অন্য সব কপি জাতীয় সব্জির চেয়ে উন্নত পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ। ব্রোকলি ভিটামিন ‘এ’, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফলিক এসিড, আয়রন এবং ফাইবারের একটি ভাল উৎস। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে প্রতি ১০০ গ্রাম খাবার উপযোগী ব্রোকলিতে ৫.৫ গ্রাম শ্বেতসার, ৩.৩ গ্রাম প্রোটিন, ২১০ মিলিগ্রাম ভিটামিন ‘সি’, ৩৫০০ আইইউ ভিটামিন ‘এ’ রয়েছে। এতে ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট থাকায় হৃদরোগ, বহুমুত্র এবং ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। এটি চোখের রোগ, রাতকানা, অস্থি-বিকৃতি প্রভৃতির উপসর্গ দূর করে ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

পুষ্টিকর সব্জি ব্রোকলি

ব্রোকলির জাত

ব্রোকলি আমাদের দেশে নতুন সব্জি বিধায় এ পর্যন্ত তেমন কোন ভালো জাত আমাদের দেশে নেই। বাংলাদেশের আবহাওয়া ব্রোকলির বীজ উৎপাদনের উপযুক্ত নয় বলে প্রতি বছরই বীজ আমদানি করতে হয়। উন্নত বিশ্বের বেশ কয়েকটি জাত যেমন- প্রিমিয়াম ক্রস, গ্রীন কমেট, জুপিটার প্রভৃতি জাতের ব্রোকলি এদেশে চাষ করা হয়। লালতীর সীডস লিমিটেড ‘লিডিয়া’ নামে ব্রোকলির একটি জাত বাজারজাত করেছে যা আমাদের দেশের আবহাওয়া উপযোগী। জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল, মাঝারি আকৃতির, তাপ সহিষ্ণু ও রোগ প্রতিরোধী, দেখতে আকর্ষণীয় ও খেতে সুস্বাদু।

ব্রোকলির রঙের বিভিন্নতা আছে। সাধারণত আঁটসাঁটো মাথার ছোট আঁকারের গাঢ় সবুজ বা নীলাভ সবুজ রঙের ব্রোকলি জাতের চাহিদা বেশি।

ব্রোকলির ক্ষেত

ব্রোকলি চাষ ব্যবস্থাপনা

জলবায়ু ও মাটি

ব্রোকলি চাষের জন্য জৈবসার সমৃদ্ধ, সুনিষ্কাশিত, উর্বর দোআঁশ বা বেলে দোআঁশযুক্ত জমি নির্বাচন করা উত্তম। জমিতে মাটির পিএইচ-এর মান ৬ থেকে ৭, দিনের গড় তাপমাত্রা ২০ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ব্রোকলি চাষের জন্য উত্তম। পানি জমে না এরূপ উঁচু জমি, উর্বর দোআঁশ মাটি হলে ফলন ভালো পাওয়া যায়। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় ব্রোকলি চাষের উত্তম সময় হল আশ্বিন থেকে পৌষ মাস।

জমি তৈরি

ব্রোকলি চাষের জন্য জমিতে কয়েকবার আড়াআড়ি ও গভীর চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। এরপর আগাছা পরিষ্কার ও জমি সমান করে বেড তৈরি করতে হবে। সারাদিন রোদ পায় এমন জমি নির্বাচন করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে। লাঙ্গল বা টিলার দিয়ে মাটি কয়েকদিন রোদে ফেলে রাখতে হবে।

বীজ বপন ও চারা তৈরি

চারা রোপণের আগে বিঘাপ্রতি প্রায় ৫০ গ্রাম হারে বীজ বপন করে বীজতলায় চারা তৈরি করতে হবে। পাতাপঁচা সার বা গোবর সার ১ ভাগ, বালু ১ ভাগ ও মাটি ২ ভাগ মিশিয়ে ব্রোকলির বীজতলা তৈরি করতে হয়। বীজতলায় ১ মিটার চওড়া করে বেড তৈরি করতে হবে। বেডের মাটি ভাল করে কুপিয়ে ঘাস আগাছা পরিষ্কার করে প্রতি বর্গমিটারে ৪ থেকে ৫ কেজি গোবর সার মাটির সাথে মিশিয়ে বেড সমান করে কয়েকদিন রেখে দিতে হবে। সেচ দেয়া এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা অত্যন্ত জরুরি। মাটির সব ঘাস, শিকড়, আগাছা, আবর্জনা, পরিষ্কার করে ঢেলা ভেঙে সমান করতে হবে। চারা বৃদ্ধির হার কম হলে প্রতিটি বীজতলায় ৮০-১০০ গ্রাম ইউরিয়া মাটিতে রসযুক্ত অবস্থায় প্রয়োগ করতে হয়। বীজতলা যেন কখনও একেবারে শুকিয়ে না যায় আবার পানি জমেও না থাকে। আগাম মৌসুমে বৃষ্টি হলে বীজতলায় পলিথিনের ছাউনি দিয়ে বৃষ্টির সময় চারাকে রক্ষা

চারা রোপণ

অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত ব্রোকলির চারা রোপণ করা যায়। মুল জমিতে চাষের জন্য বিঘাপ্রতি ৬ হাজার চারা রোপণ করতে হবে। এক মাসের কম (৪ সপ্তাহ) বয়সী চারা লাগানো ভাল। ভাল মানের চারার উচ্চতা হবে ৮-১০ সেমি, ৫-৬টি সবল পাতা থাকবে ও গাঢ় সবুজ রঙের হবে। চারা সারি থেকে সারি ৫৫ সেমি. (২২ ইঞ্চি) ও চারা থেকে চারা ৪৫ সেমি. (১.৫ ফুট) দুরত্বে রোপণ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। পাশাপাশি দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি. (১ ফুট) চওড়া এবং ১৫ সেমি. (৬ ইঞ্চি) গভীর নালা রাখতে হবে।

ব্রোকলির চারা

চারা তোলার পূর্বে বীজতলায় সেচ দিয়ে নিতে হবে। এতে চারার গোড়া নরম হয়ে আসে এবং চারা তুলতে সহজ হয়। চারা লাগাতে হবে বিকাল বেলায়। চারা লাগানোর পর গোড়ায় মাটি খুব হালকা করে চেপে দিতে হবে। বীজতলায় বীজ দেয়ার সময় কিছু বেশি বীজ ফেলতে হবে। ব্রোকলির চারা লাগানোর প্রথম ৩/৪ দিন চারাকে ছায়া দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। গাছের পাতা পরিপূর্ণভাবে ছড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত জমি অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

ব্রোকলি চাষে সার-ব্যবস্থাপনা

জমি তৈরির সময় ও পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জৈবসার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। ব্রোকলি চাষের মুল জমি তৈরির সময় বিঘাপ্রতি ২ টন পচা গোবর, ২৫ কেজি খৈল, ২৫ কেজি ইউরিয়া, ১৫ কেজি টিএসপি, ২০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও পরিমাণমত জিপসাম, জিংক, বোরন সার এবং বিঘাপ্রতি ২ কেজি হারে শিকড় বর্ধনকারী হরমোন রুটোন প্রয়োগ করতে হবে। তবে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈবসার ব্যবহার করা উত্তম। চারা রোপণের পরে তিন সপ্তাহ অবধি ব্রোকলিতে সার দিতে হবে। জৈব সারের সাথে ইউরিয়া সার চারা রোপণের ১৫ দিন পর থেকে দুই কিস্তিতে সমান ভাগ করে দিতে হবে।

ব্রোকলি চাষে পোকামাকড় ও রোগদমন ব্যবস্থাপনা

ব্রোকলির সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা হল মাথাখেকো লেদা পোকা। এছাড়াও আরও অন্যান্য পোকার মধ্যে রয়েছে ক্রসোডলমিয়া লেদা পোকা, বিছা পোকা, ঘোড়া পোকা ইত্যাদি। শুঁয়ো পোকা ও জাব পোকাও ব্রোকলির ক্ষতি করে। পোকা দমনের জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। জাব পোকা বেশি হলে কীটনাশক দিতে হবে। যদি শুঁয়ো পোকা এবং জাব পোকা একসঙ্গে আক্রমণ করে তাহলে নাইট্রো ওষুধ স্প্রে করা যেতে পারে। জাব পোকা ও শুঁয়ো বেশি হলে রিডেন, মার্শাল বা নাইট্রো স্প্রে করা যেতে পারে। তবে তা কোন কৃষি কর্মকতার পরামর্শ অনুযায়ী করতে হবে।

ব্রোকলি চাষে অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

নিড়ানি ঃ জমিতে আগাছা হলে সাথে সাথে নিড়ানি দিতে হবে। সার দেয়ার ঠিক আগে আগাছা নিড়ানো ভালো। এতে সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশতে পারে এবং সারের অপচয় কম হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা ঃ যদি বেড বা জমির মাটি শক্ত হয়ে চটা বেঁধে যায় তবে অবশ্যই নিড়ানি বা কোদাল দিয়ে তা ভেঙে দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে। সূর্যালোকে উন্মোচিত থাকলে ফুল হলুদাভ বর্ণ ধারণ করে। তাই চারিদিকের পাতা দিয়ে ফুল ঢেকে দিতে হয় যা ব্লানচিং নামে পরিচিত। মালচ ব্যবহার করতে হবে, কারণ এটি মাটির তাপমাত্রা কমিয়ে রাখতে সহায়তা করবে।

সেচ ঃ সার দেয়ার পরপরই সেচ দিতে হবে। জমি শুকনো দেখলে সেচ দিতে হবে। প্রথম ৪-৫ দিন পর্যন্ত একদিন অন্তর অন্তর পানি দিতে হবে। পরবর্তীতে ৮-১০ দিন অন্তর বা প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিলেই চলবে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে বাস্তবায়িত লিন প্রকল্পের উপকারভোগী কর্তৃক পাহাড়ী এলাকায় ব্রোকলি চাষে সেচ হিসেবে ড্রিপ সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে

ব্রোকলির ফলন, সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ

সঠিক পরিচর্যা করলে বিঘাপ্রতি ৫০-৬০ মণ ফলন পাওয়া যায়। ব্রোকলির চারা রোপণের পর ৩ থেকে সাড়ে ৩ মাসের মধ্যে সব্জিটি খাবার উপযোগী হয়। সঠিকভাবে বুঝে ব্রোকলি সংগ্রহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাহাড়ে ব্রোকলির ফলন

কেননা, উপযুক্ত সময়ে তোলা না হলে ফুল ঢিলা হয়ে যায়, এমনকি ফুল ফুটতে শুরু করে। প্রথমে ব্রোকলির আগে ফোটা ফুলটি চারা রোপণের ২ মাসের মধ্যে কেটে নিয়ে গাছটি বাড়তে দিলে নিচের পাতার গোড়া থেকে আবার ফুল বের হবে যা পরবর্তীতে ১০ থেকে ১২ দিন পর পর্যায়ক্রমে বোঁটাসহ সংগ্রহ করতে হয়।

গাছ থেকে ব্রোকলি সংগ্রহ

ব্রোকলি তোলার পরপরই যত দ্রুত সম্ভব বাজারে নিতে হবে বা রান্না করতে হবে। কেননা ব্রোকলি সংগ্রহের পরপরই খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে পুষ্পমঞ্জুরী নেতিয়ে শুকনা হতে থাকে। তখন সংগ্রহের পর রেখে দিলে সবুজ বর্ণ থেকে হলুদাভ হতে থাকে এবং কুঁড়ি ফোটার চেষ্টা করে। এজন্য দুরবর্তী বাজারে পাঠাতে হলে পুষ্পমঞ্জুরী তোলার পরপরই প্রতিটি ব্রোকলি পৃথকভাবে পলিব্যাগে মুড়ে পাঠানো উচিত। এতে বেশ কিছুটা সময় সতেজ থাকে।

কারিগরি সহযোগিতার জন্য নিকটস্থ কৃষি বিষয়ক স্থানীয় সেবাদানকারী অথবা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন

প্রকাশনায়

লিডারশিপ টু এনশিউর অ্যাডিকোয়েট নিউট্রিশন (LEAN) প্রকল্প

United Purpose Beyond aid | gain Global Alliance for Improved Nutrition | HELVETAS BANGLADESH | IDF | jum | Kingdom of the Netherlands | pennyappeal

যোগাযোগ

হেলভেটাস সুইস ইন্টারকোঅপারেশন ঢাকা অফিস

বাড়ি-৩০/সিভারিউএন(এ), রোড-৪২/৪৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
ফোন-৮৮-০২-৫৮৮২৯২০৮
ইমেইল: infobd@helvetas.org ওয়েব: www.bangladesh.helvetas.org

হেলভেটাস সুইস ইন্টারকোঅপারেশন জেলা LEAN অফিস

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
জহুরুল ইসলাম ভবন
অর্পনা চৌধুরীপাড়া
খাগড়াছড়ি।

রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
মিনতি ম্যানসন (৩য় তলা)
দক্ষিণ বালিন্দিপুর
রাঙামাটি।

বান্দরবান পার্বত্য জেলা
নির্বাণ হাউস (৩য় তলা)
বোয়াং রোড,
উজানীপাড়া বান্দরবান।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট

ইউনাইটেড পারপাস বাংলাদেশ
বাড়ি # ২৬, রোড # ২৮, ব্লক- কে, বনানী, ঢাকা-১২১৩। ফোন:+৮৮-০২-৯৮৫৫২৯৬, ৮৮৩৫৮০০। ইমেইল: info@united-purpose.org ,ওয়েব: www.united-purpose.org